বিনা ধান২৫

প্রিমিয়াম কোয়ালিটি (অতি লম্বা ও সরু) গুণসম্পন্ন বোরো জাত

ফ্যাক্ট শীট বিনা ধান২৫ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি (অতি লম্বা ও সরু) গুণসম্পন্ন বোরো ধানের জাত

উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য

দেশে চাহিদা অনুসারে সরু ও চিকন (প্রিমিয়াম কোয়ালিটি) চাল অপ্রতুল থাকায় এবং বিদেশে রফতানির উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা, গবেষণার মাধ্যমে বিনা ধান২৫ উদ্ভাবন করে। বিনা ধান২৫ বিদেশে রফতানিযোগ্য যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমাবে।

জাত পরিচিতি

বিনা ধান২৫ এর কৌলিক সারি RM(2)-40(C)-4-2-8। উক্ত কৌলিক সারিটি ব্রি ধান২৯ এর বীজে ৪০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয় যা চেকজাত ব্রি ধান৫০ হতে ১০% বেশি ফলন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন ও আগাম পরিপক্ক হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ডিগ পাতা চ্যাপ্টা এবং ধান পরিপক্ক হওয়ার পরও গাঢ় সবুজ থাকে বিধায় শীষের গোড়ার ধানও পুষ্ট হয়।
- গাছ লম্বা (উচ্চতা ১১৬ সে.মি.) কিন্তু শক্ত বিধায় হেলে পড়ে না, ফলে খড়ের পরিমাণ বেশী হওয়ায় কৃষক লাভবান হবে।
- জীবনকাল ১৩৮-১৪৮ দিন এবং গড় জীবনকাল ১৪৫ দিন।
- গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৬৪ মে.টন এবং সর্বোচ্চ ফলন ৮.৫০ মে.টন।

বিনা ধান২৫

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত ধান জাতের মধ্যে বিনা ধান২৫ সর্বাধিক লম্বা ও সরু। জমিতে পানি জমে থাকলে এবং বৈরী আবহাওয়ায় প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে গাছ সাময়িক হেলে পড়লেও জমি থেকে পানি সরে গেলে এবং রৌদ্রোজ্জ্বল অবস্থায় জাতটি ২/৩ দিনের মধ্যে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ফলন দেয়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

- **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে পৌষের ১ম সপ্তাহ (নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহ) পর্যন্ত।
- **চারার বয়সঃ** ৩০-৪০ দিন।
- **রোপণ দূরত্বঃ** ২০ সে.মি. x ১৫-২০ সে.মি.
- **চারার সংখ্যাঃ** গোছা প্রতি ২-৩টি
- **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট(মনোহাইড্রেট)
২২-২৭	১৪-১৭	১৭-২০	১১-১৫	১.০-১.৩

সর্বশেষ জমি চাষের সময় সম্পূর্ণ টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনো), অর্ধেক এমওপি জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-২৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি ২য় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ডিএপি ব্যবহার করলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি ইউরিয়া সার কম লাগে।

- **আগাছা দমনঃ** রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাকি সময় পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতি (AWD) ব্যবহার করা উত্তম।
- **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** বিনা ধান২৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। তবে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।
- **ফসল কাটাঃ** ১৯ চৈত্র থেকে ০৭ বৈশাখ পর্যন্ত (০২-২০ এপ্রিল) বিনা ধান২৫ কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের ৮০ শতাংশ ধান পরিপক্ক এবং বাকি ২০ শতাংশ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ ও অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আঞ্চলিক উপযোগিতা: দেশের সকল উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমিতে (লবণাক্ত এলাকা ব্যতিত) এ জাতটি চাষ করা যায়।

বিশেষ সতর্কতা:

- মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা যাবে না। টিএসপি ও ডিএপি একসাথে ব্যবহার করা যাবে না।
- পানি জমে থাকে এমন জমিতে জাতটি চাষ করা যাবে না।
- সর্বোচ্চ ফলন পেতে/ফলন পার্থক্য কমাতে বিঘা প্রতি ১০০ গ্রাম সলুবর বোরন এবং ৬৬ গ্রাম চিলেটেড জিংক কাইচথোড় পর্যায়ে স্প্রে করতে হবে।
- বাকানি আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে (ইমিডাক্লোপ্রিড ২৫% + থিরাম ২৫% + কার্বেনডাজিম ২৫%) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন Atavo 75WDG/ Nazda 75WDG/Topzim Super 75WDG/Ama plus 75WDG/Naz Gold 75WDG দিয়ে প্রতি কেজি বীজে ৮ গ্রাম হারে বীজ শোধন করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য: লিফলেট ও ওয়েব সাইট দেখুন
প্রয়োজনে: প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২।
মোবাইল : ০১৭৩১৫৫৬২৩২, ই-মেইল : sakina_khanam2003@yahoo.com

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বা.কৃ.বি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২, বাংলাদেশ
Web : www.bina.gov.bd

অর্থায়নে:
"পরমাণু কৌশলের মাধ্যমে হাওড়, চরাঞ্চল, লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকা উপযোগী জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাত ও লাভজনক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযোজন" প্রকল্প